মে'২০০৫

ফ্লায়ার-১

সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যাদি

মৎস্য সম্পদ সহ-ব্যব্যস্থাপনার তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়ন নির্দেশিকা ঃ

এই উপ-পুস্তিকাটি একটি ধারাবাহিক প্রকাশনার প্রথম সংখ্যা। জলজ সম্পদের সমাজভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়ন বিষয়ে করনীয় সম্পর্কে এই উপ-পুস্তিকায় বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে আছে ঃ

- ❑ সহ-ব্যবস্থাপনায় কেন তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন ;
- ❑ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা;
- ❑ কাদের জন্য এই নির্দেশিকা;
- ❑ কোথায় এই নির্দেশিকা প্রয়োগ করা হবে এবং
- ❑ অন্যান্য তথ্যাদি।

সহ-ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন কেন?

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিরূপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে তথ্য/উপাত্তের ভুমিকা অপরিসীম। সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সাধারনত চার ধরনের তথ্য সংগ্রহ সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

নীতিমালা	জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য নীতিমালা প্রনয়ন ও মূল্যায়ন যাচিত তথ্যাদি।
পরিকল্পনা	পরিকল্পনা প্রনয়নে যাচিত তথ্যাদি।
বাস্তবায়ন	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাচিত তথ্যাদি (মৎস্য আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরনসহ)।
মূল্যায়ন	স্থানীয় ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাচিত তথ্যাদি।

মৎস্য সম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে (ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরন ও যৌথ উদ্যোগসহ) ব্যবস্থাপকগন তাদের নোতুন দায়িত্ব নিরূপন করবেন এবং যাচিত তথ্যাদির প্রকৃতি পুনঃবিবেচনা করবেন। তথ্য সংগ্রহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন তা একটি প্রাকৃতিক সম্পদ কেন্দ্রিক সকল পর্য্যায়ের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন মেটাতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি বিন্যাসকল্পে কি ধরনের নির্দেশনা পাওয়া যাবে ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদের সহ–ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ণয় ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত সহায়ক দলিলাদির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১। কারিগরি নির্দেশিকা ঃ এই নির্দেশিকাটি প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বন্টন পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে আছে আটধাপ বিশিষ্ট অংশগ্রহনমূলক সমীক্ষা পরিচালনা কৌশল, যা অনুসরন করে প্রাকৃতিক সম্পদের সহ-ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও বন্টন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা যায়। এই নির্দেশিকায় আরো আছে সম্ভাব্য নির্ণয়যোগ্য তথ্যসমূহের উদাহরণ; তথা সংগ্রহনের সম্ভাব্য উৎস্য সমূহ এবং এর সংগ্রহ পদ্ধতি এইনির্দেশিকাটি নিকট ভবিষ্যতে FAO হতে প্রকাশিত হবে।

২। মাঠ নির্দেশনা ঃ এটি কারিগরি নির্দেশিকার সার সংক্ষেপ তথ্য সংগ্রহ ও বন্টন পদ্ধতি নির্ণয়ের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এতে দেখানো হয়েছে।

বর্ণিত দুটি প্রকাশনা ছাড়াও FMSP R8486 প্রকল্প নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহন করেছে যা মৎস্য সম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবেঃ

- ❑ নীতিমালা সার সংক্ষেপ ঃ মৎস্য সম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনায় মূল বিষয়াদি এতে সংশ্লেষিত হয়েছে।
- ❑ নিউজ লেটার ঃ মৎস্য সম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট মহলের বিভিন্ন প্রকাশনা, দলিলাদি এতে প্রকাশিত হয়।
- ❑ ওয়েব সাইট ঃ মৎস্য সম্পদ সহ-ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তথ্য, দলিলাদি, প্রকাশনা এই ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। **www.aquae-sulis-ltd.co.uk**

মৎস্য সম্পদের সহঃব্যবস্থাপনায় তথ্য সংগ্রহ ও বন্টন পদ্ধতি নিরূপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আট ধাপ বিশিষ্ট অংশগ্রহন মূলক সমীক্ষার বিন্যাস ঃ

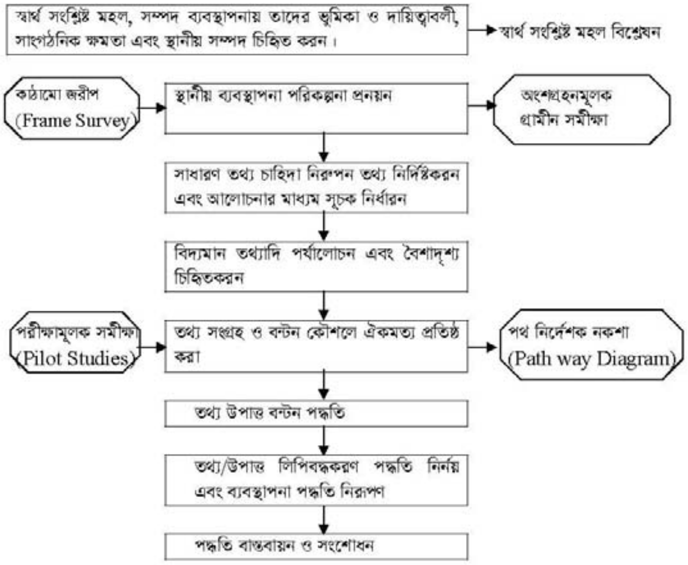

মৎস্য সম্পদ সহব্যবস্থাপনার তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়ন নির্দেশিকা

মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্যাদি ঃ

এই নির্দেশিকা কাদের জন্য ?

মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্থানীয় ব্যবস্থাপক সংগঠন (যথা- চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের FMC, CBFM-2 প্রকল্পের BMC ইত্যাদি); সরকারী সংস্থা (যথা-মৎস্য অধিদপ্তর); বেসরকারী সংস্থা (যারা মৎস্য সম্পদের সহব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত), মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান; মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল এই নির্দেশনা ব্যবহার করতে পারে। এটি আলোচনা করা যায় যে, এই নির্দেশনা পত্রটি স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠীকে তাদের জীবনাচার উন্নয়নকল্পে গৃহীত মৎস্য সম্পদ সহব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা দেবে।

এছাড়া মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারী ব্যবস্থাক সংগঠন যেমন-মৎস্য অধিদপ্তর, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বন্টন পদ্ধতি নিরূপনে এই নির্দেশনার সহায়তা পেতে পারে এবং তদনুযায়ী ঃ

- জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিবেদন প্রণয়নে দায়িত্বাবলী পালন করতে পারে ;
- নীতিমালা প্রণয়নে তথ্যের উপযোগিতা নির্নয় করতে পারে;
- সহ-ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারে;
- ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নিরূপন করতে পারে;
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় করতে পারে;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত নয় এমন মৎস্য সম্পদ যথা-Highly migratory or Straddling fish stocks-এই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া নিরূপন করতে পারে।

এই নির্দেশনা কোথায় পরীক্ষা করা হয়েছে?

তথ্য সংগ্রহ এবং বন্টন পদ্ধতি প্রকার নিরূপনের লক্ষ্যে প্রনীত কারিগরি ও মাঠ নির্দেশিকা দক্ষিন এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের মৎস্য বিশেষজ্ঞ, প্লাবনভূমি সম্পদ ব্যবস্থাপক, সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে মতবিনিময় করে প্রনয়ন করা হয়েছে।

প্রনীত কারিগরী নির্দেশিকা ও মাঠ নির্দেশনা ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত স্থান সমূহে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছেঃ

- MRC(Mekong River Commission) নদী ও হ্রদ মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতাধীন মেকং নদী;
- মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের আওতাধীন চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের ০৫(পাঁচ) টি কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়; CBFM-2 প্রকল্পের কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়; এবং MACH প্রকল্পের কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়ে।

এ সকল পরীক্ষামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত এর ফলাফলের ভিত্তিতে কারিগরী নির্দেশিকা ও মাঠ নির্দেশনা পুনঃমূল্যায়ন করা হবে। এছাড়া আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়ায় এই কারিগরী নির্দেশিকা ও মাঠ নির্দেশনা ব্যবহার করে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার রূপরেখা প্রনয়ন করা হয়েছে। উক্ত লেক ভিক্টোরিয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকদের কাছ থেকে পাওয়া মতামত ও তথ্য পুনঃমূল্যায়ন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে।

চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, বাংলাদেশ এর প্রকল্পভুক্ত জলাশয়ে গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য সংগ্রহ ও বন্টন পদ্ধতি নিরূপণকল্পে প্রনীত মাঠ নির্দেশনা সম্প্রতি সাফল্যের সাথে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পের ৫(পাঁচ)টি কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরীক্ষামূলক সমীক্ষা পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের দল গঠন করা হয়। যথা- ডঃ পল থম্পসন, ডঃ পারভীন সুলতানা এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মাসুদ সিদ্দিক। প্রতিটি কার্যক্রমভুক্ত জলাশয়ের সমাজভিত্তিক সংগঠন FMC (Fisheries Management Committee) এর সদস্য, স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তা, সহযোগী এনজিও সদস্য এই মতবিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রনীত মাঠ নির্দেশনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পাওয়া যায়।

- স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল এবং তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী চিহ্নিত করা;
- চলমান তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির সুবিধা/অসুবিধাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়;
- স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের তথ্য চাহিদা;
- তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা;
- স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন এফএমসি এবং স্থানীয় মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে সংগৃহীত মৎস্য আহরণ বিষয়ক উপাত্তের তুলনামূলক পর্যালোচনা;
- তথ্য সংগ্রহে কোন পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ ও বন্টনে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে সে সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌছানো।

অন্যান্য তথ্যাদি ঃ

তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি উন্নয়ন নির্দেশিকা ও মাঠ নির্দেশনা সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য এবং এর কপি পেতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ

ওয়েব সাইট	কারিগরী নির্দেশিকা, মাঠ নির্দেশনা ফ্লায়ার, নীতিমালার সার সংক্ষেপ এবং অন্যান্য তথ্যাদি	**www.mragltd.com**
FAO কারিগরী দলিলাদি	এছাড়া কারিগরী নির্দেশিকা একটি FAO প্রকাশনা হিসাবে পাওয়া যাবে।	
যোগাযোগ ঃ	Dr. Ashley Halls Aquao-Sulis Ltd Tel: +44(0) 1225722092 Email: a.halls@aquao-sulis ltd. co. uk.	Charlotte Howard MRAG Ltd Tel: +44(0)2072557776 Email: c.howard@mrag.co.uk